# বর্তমানের সন্ধান

## (La búsqueda del presente)

*( ওক্তাভিও পাজ-এর ১৯৯০ সালের নোবেল বক্তৃতা )*

আমি এমন একটি শব্দ দিয়ে আরম্ভ করছি যা সমস্ত মানুষ, যেহেতু মানুষ মানুষই হয়, উচ্চারণ করে : ধন্যবাদ। এটি এমন একটি শব্দ যার সমার্থক শব্দ সমস্ত ভাষাতেই আছে। এবং শব্দগুলি ব্যঞ্জনায় যথার্থই সমৃদ্ধ। "রোমান্স" ভাষাগুলিকে আধ্যাত্মিক এবং প্রাকৃতিক সব কিছুই প্রকাশ করা যায়। ভ্রান্তি আর মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের কৃপা থেকে শুরু করে নৃত্যরতা বালিকার বা ঝোপঝাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ব্যাঘ্রকুলের শারীরিক সৌন্দর্য, সব কিছুই। তাঁর কৃপায় ঝরে পড়ে ক্ষমা, নিষ্কৃতি অনুগ্রহ, প্রাপ্তি, নামযশ, অনুপ্রেরণা, নিজস্ব ভঙ্গিতে কথা বলার আনন্দ, ছবি আঁকার পরিতৃপ্তি। এবং এই সবের মধ্যে দিয়ে যেন প্রকাশ পায় চমৎকার সব উপায়গুলি এবং শেষ হয় আত্মার দয়াময়তার উদ্ভবে। এই কৃপার কোনো বিনিময় মূল্য নেই। এ যেন উপহার। যে এটা পায় সে যেন একজন সৌভাগ্যবান বিজেতা। এবং তিনি যদি ঘৃণার্হ লোক না হন, তিনি জানান কৃতজ্ঞতা আর জানান ধন্যবাদ। তাই সেটাই আমি এখন করছি হালকা ভাষায়। আশা করি এই সাধারণ ভাষায়ও প্রকাশ পাবে আমার আবেগ। যদি প্রত্যেকটি শব্দ একবিন্দু জল হত, আপনারা তার ভেতর দিয়ে দেখতে পেতেন আমার কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির অনুভূতি। এবং তার সঙ্গে ভয়, শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের ব্যাখ্যাতীত মিশ্রণ। এই যে আমি আপনাদের সামনে নিজেকে দেখছি, এইখানে সুইডেনের প্রজ্ঞা আর বিশ্বসাহিত্যের পীঠস্থান।

ভাষাগুলি প্রকৃতই বিশাল বাস্তবতা যা রাজনৈতিক আর ঐতিহাসিক সত্তাকে জাতিগত রূপ দেয়। উদাহরণ হল ইউরোপীয় ভাষাগুলির আমেরিকান ব্যবহার। ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল আর ফ্রান্সের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের মৌলিক তফাত হল আমাদের সাহিত্যের ধার করা ভাষা। এটাই আমাদের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। নিজস্বভূমিতে ভাষা

জন্মায় আর বাড়তে থাকে। আর সমৃদ্ধ হয় একটি নিজস্ব ইতিহাসের মধ্যে। মাতৃভূমি এবং নিজস্ব পরম্পরা থেকে তুলে এনে বপন করা হল এক অজানা, অনামা পৃথিবীতে কতগুলি ভাষাকে। এরা নতুন জমিতে শেকড় নামাতে লাগল, বাড়তে লাগল আমেরিকান সমাজগুলির মধ্যে এবং রূপান্তরিত হল। এরা একই চারা কিন্তু অন্যরকম। ভাষার ওপর ঝড়ঝঞ্ঝাকে নিরুপায় হয়ে মেনে নিয়েছে তাই নয়, বরঞ্চ দ্রুত সক্রিয়তায় অংশগ্রহণ করেছে। আটলান্টিক পারের সাহিত্যের প্রতিরূপ হওয়া থেকে বিরত থেকেছে সঙ্গে। কখনো-কখনো বাতিল করেছে ইউরোপীয় এবং অন্য সাহিত্য আবার প্রায়শই হয়ে উঠেছে প্রতিউত্তর।

এত দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও আমাদের সম্পর্কে কোনো ভাঙন ধরেনি। আমার ক্লাসিকগুলি আমারই ভাষায় সৃষ্ট এবং আমি নিজেকে "লোপে" (স্প্যানিশ নাট্যকার এবং কবি) ও "কেভেদো"র বংশধর হিসাবেই মানি। যা যে-কোনো স্প্যানিশ ভাষার লেখকই মানেন। কিন্তু আমি স্প্যানিশ নই। আমার মনে হয় একইরকম ভাবেন স্প্যানিশ আমেরিকানরা এবং যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং কানাডার লেখকরা ইংরাজি, পর্তুগিজ আর ফরাসি পরম্পরার সামনে। এই বিশেষ পরিস্থিতিটা পরিষ্কার করে অনুধাবন করতে হলে, ভাবতে হবে জাপানিজ, চাইনিজ আর আরবি লেখকরা কীভাবে এখনকার আর তখনকার সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা বলেন। এই ভাববিনিময় আলাদা আলাদা ভাষা আর সভ্যতার ফলশ্রুতি। অথচ আমাদের মধ্যেকার বাক্যালাপের ভাষা একই। আমরা ইউরোপীয়, আবার নইও বটে। তাহলে আমরা কারা? ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন, তবে আমাদের সাহিত্যকর্মই আমাদের সম্পর্কে বলবে।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই শতাব্দীর অভিনবত্ব হল আমেরিকান সাহিত্যের আবির্ভাব। প্রথমে এল ইঙ্গ-আমেরিকান এবং দ্বিতীয়ার্ধে ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্য দুটি শাখা মেলে ধরল। স্প্যানিশ আমেরিকান এবং ব্রাজিলীয়। যদিও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আবার সাহিত্যের এই তিন ধারার মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈপরীত্য, সাহিত্য বিষয় থেকে বেশি মতবাদ নির্ভরতা, মহানগরের সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের প্রবণতার এবং ইউরোপীয় প্রভাব আর আমেরিকান প্রভাব। এই দ্বন্দ্ব কী দিচ্ছে? বিতর্কের অবসান হচ্ছে। পড়ে থাকছে সাহিত্য সৃষ্টি। এই সাদৃশ্য বাদ দিলে, এই তিন ধারার পার্থক্য অসংখ্য এবং গভীর। এর মধ্যে একটি নিহিত আছে সাহিত্য থেকেও বেশি ইতিহাসে। আমেরিকার ইংরাজি সাহিত্যের অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বশক্তি হিসাবে ঐতিহাসিক উত্তরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পক্ষান্তরে আমাদের সাহিত্যের উত্থানে প্রভাব ফেলেছে আমাদের দেশগুলির রাজনৈতিক আর সামাজিক দুর্ভাগ্য আর চূড়ান্ত অস্থিরতা।

এটা আর একবার সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নিমিত্তবাদ (Determinism) তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করে। সাম্রাজ্যের পতন এবং সামাজিক অস্থিরতার সঙ্গে সৃষ্টিকর্ম সমান তালে চলতে পারে এবং এই সময়েই শিল্প সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। 'তাং' সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গী ছিল লি পো এবং তুফু। "ভেলাজকেজ" ছিলেন চতুর্থ ফিলিপের চিত্রকর। "সেনেকা" আর "লুকানো" "নেরন"-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং ওর আক্রমণের লক্ষ্যও হয়েছিলেন। অন্য পার্থক্যগুলি সাহিত্য সম্বন্ধীয় এবং প্রতিটি ধরনের সাহিত্য থেকেও প্রতিটি সাহিত্যকর্মের ওপর বেশি আলোচনা-সাপেক্ষ। কিন্তু বিভিন্ন সাহিত্যের কি আলাদা চরিত্র আছে এবং একগুচ্ছ সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা একটি থেকে অন্যদিকে আলাদা করতে পারে? আমার তা মনে হয় না। একটি সাহিত্যকে কাল্পনিক আর অবান্তর চরিত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। এটি একটি অসাধারণ সৃষ্টিগুলির সমাজ। বিরোধিতা অথচ সাদৃশ্যের সমন্বয়।

লাতিন আমেরিকার আর ইঙ্গ-মার্কিন সাহিত্যের প্রাথমিক এবং মৌলিক পার্থক্য নিহিত আছে এদের গোড়ার বৈচিত্র্যের মধ্যে। দুটি ধারাই শুরু করেছিল ইউরোপের অনুকরণে। একটি দ্বীপের অভিক্ষেপণ আর আমাদেরটা ব-দ্বীপের। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক আর সাংস্কৃতিকভাবে দুটি অঞ্চলই অদ্ভুত। একটির সাহিত্যগুলি এসেছে ইংল্যান্ড থেকে আর সংস্কারের পক্ষে। আর আমাদেরগুলি স্পেন এবং পর্তুগাল থেকে সংস্কার বিরোধিতার পক্ষে। হিস্পানো আমেরিকানদের সম্পর্কে সামান্য বলা প্রয়োজন। স্পেন ইউরোপের অন্যদেশগুলি থেকে স্বতন্ত্র। কারণ এর একটি নিজস্ব ঐতিহাসিক সত্তা আছে। স্পেনের স্বাতন্ত্র্য ইংল্যান্ড থেকে কম নয় যদিও ধরনটা আলাদা। ইংল্যান্ডের স্বাতন্ত্র্য দ্বীপ হওয়ার জন্য। সরে থাকার যে বৈশিষ্ট্য, আলাদা হয়ে থাকার স্বাতন্ত্র্য। স্পেন ব-দ্বীপ। বিভিন্ন সময় নানান সভ্যতার সঙ্গে পাশাপাশি থাকায় অভ্যস্ত। বিভিন্নতার মধ্যে থাকার স্বাতন্ত্র্য। এর মধ্যে আসবে ক্যাথলিক স্পেন, ভিসিগোদস যারা প্রচার করত আরিয়ানদের মতবিরোধিতা এবং শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ব্যাপী আরব সভ্যতার কর্তৃত্ব, ইহুদি চিন্তাধারার প্রভাব, আরবদের থেকে পুনরুদ্ধার এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকায় এই স্প্যানিশ স্বাতন্ত্র্যের পুনরুজ্জীবন হল এবং তা বাড়তে থাকল বিশেষ করে প্রাচীন এবং উৎকৃষ্ট সভ্যতার সংস্পর্শে এসে। যেমন মেক্সিকো, পেরু ইত্যাদি। স্পেনীয়ার্ডরা মেক্সিকোতে শুধুমাত্র একটা ভৌগোলিক অবস্থান পেল তা নয়, পেল ইতিহাস। সেই ইতিহাসটা ছিল তখনও জীবন্ত, প্রাচীন নয় আদৌ, বর্তমান। কলম্বাস-পূর্ববর্তী মেক্সিকো। তার মন্দির, ভগবান ইত্যাদি নিয়ে ধ্বংসের স্তূপ হলেও,

তার আত্মা সেই পৃথিবীতে ছিল, মরেনি। আমাদের সঙ্গে আজও কথা বলে তার সাংকেতিক ভাষায়। তার পৌরাণিক কাহিনি, উপকথা, সমাজে পরস্পর একসঙ্গে থাকার উপায়, মেক্সিকান লেখকের বর্তমান কাজ এবং সেই উপস্থিতি আমাদের কি বলছে শোনা। তাদের সঙ্গে কথা বলা, সঙ্কেত পাঠ করে ভাব প্রকাশ করা। এই সংক্ষিপ্ত অপ্রাসঙ্গিকতার পরে আমরা অনুধাবন করতে পারব সেই অদ্ভুত সম্পর্ক যা আমাদের একাধারে ইউরোপের পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত করে আবার আলাদা করে দেয়।

স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার এই সচেতনতা আমাদের আত্মিক ইতিহাসের এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। সময় সময় এই স্বাতন্ত্র্যের বোধ মর্মে ক্ষতের সৃষ্টি করে। তারপরেই এক আভ্যন্তরীণ বিভেদে রূপান্তরিত হয়। চিন্তিত বিবেক মনের গভীরে খুঁজে বেড়ায়। আবার কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাড়িত করে কর্মযজ্ঞে। ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যদের এবং বিশ্বের দরবারের সম্মুখীন হতে। কোনো সন্দেহ নেই যে আলাদা হওয়ার মানসিকতা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ শুধুমাত্র স্প্যানিশ আমেরিকানদের বিষয় নয়। আমাদের জন্মমুহূর্ত থেকেই এর জন্ম হয়েছিল। সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে পড়েছিলাম এক অজানা দেশে। সেই উপলব্ধি ক্ষতের সৃষ্টি করল। ক্ষত আর সেরে উঠল না। সব মানুষের ক্ষেত্রে এ এক অতলস্পর্শী গভীরতা। আমাদের সমস্ত উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা, আমাদের কর্ম আর স্বপ্ন সেতু তৈরি করে চলেছে এই বিভেদ বিলুপ্তির পথে। আর আমাদের সঙ্গে সারা বিশ্ব এবং আমাদের মতো অন্য সবার একত্রীকরণের কাজে। এইভাবেই প্রতি মানুষের জীবন এবং তাদের সমবেত ইতিহাসে দেখা যায় আদি পরস্থিতি তৈরির প্রচেষ্টা কীভাবে চলেছে। আমাদের বিভক্ত অবস্থা শোধরানোর এক অসম্পূর্ণ এবং যতিহীন কর্মকাণ্ড। এই মনোভাবের অন্য এক বর্ণনা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই ইতিহাসের সূত্রধরেই জাগরূক আমাদের বর্তমান মনন। এইভাবেই ইতিহাস রূপান্তরিত হচ্ছে আমাদের বোধে। কখন থেকে আর কীভাবে শুরু হল এই চিন্তন? আর কেমন করে রূপান্তর ঘটল এই মননে? আর এই দ্বিমুখী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় তত্ত্ব হিসাবে অথবা ব্যক্তিগত বিবৃতিতে। আমি দ্বিতীয়টিকে বেছে নেব কারণ অনেক ধরনের মধ্যে কোনোটিই সম্পূর্ণ প্রত্যয় ঘটায় না।

আলাদা হয়ে যাওয়ার অনুভব আমার অনেক পুরোনো এবং আবছা স্মৃতির মধ্যে মিলে আছে। প্রথম ক্রন্দন এবং প্রথম ভীতি। সমস্ত অল্পবয়েসিদের মতো আমিও গড়ে তুলেছিলাম সারা পৃথিবী আর অন্যদের সঙ্গে একাত্ম হতে কাল্পনিক ও আবেশপূর্ণ সেতু। বাস করতাম মেক্সিকো শহরের বাইরে একটি আধাশহরে জঙ্গলাকীর্ণ বাগান সমেত একটি জীর্ণ পুরোনো বাড়িতে। বইয়ে ঠাসা একটি সুবৃহৎ ঘরে। প্রথমেই খেলাধূলা

আবার প্রথমেই পড়াশুনো। বাগানটি ক্রমশ হয়ে উঠল আমার পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। এবং লাইব্রেরিটি এক আনন্দময় গুহা। আমি পড়তাম আর তুতো ভাইবোনেদের আর স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে খেলতাম। বাগানটিতে ছিল একটি ডুমুর গাছ, জঙ্গল, গাছগাছালির স্তূপ, চারটে পাইন, আর চারটে অ্যাশগাছ, একটি রাতের আস্তানার জন্য চালাঘর, একটি বড়ো লেবু গাছ, বন্যঘাসের কাঁটাঝোপের বিস্তৃতি যেন হালকা লাল একটি চারণভূমি। রোদে ঝলসানো ইঁটের দেওয়াল। সময় বাড়ে কমে। মহাশূন্য ঘূর্ণায়মান। আরও ভালোভাবে বলা যায়, সমস্ত সময়, অতীত অথবা বর্তমান, বাস্তব বা কাল্পনিক, ছিল এখানেই। নিজের মতো করে চরাচর পরিবর্তিত হতে থাকত।

ওই দূর ছিল এখানে, সবকিছুই ছিল এখানে। একটি উপত্যকা, একটি পর্বতমালা, একটি দূরের দেশ, প্রতিবেশীর উঠোন। ছবি সমেত বই, বিশেষ করে ইতিহাসের বই, সাগ্রহে পাতা ওলটানো, আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরত—মরুভূমি আর অরণ্য, প্রাসাদ আর অতিসাধারণ বাসস্থান, যোদ্ধা আর রাজকুমারী, ভিখারি আর রাজা, সিন্দবাদ আর রবিনসনের সঙ্গে জাহাজডুবিতে থাকতাম। দারতায়াঁর সঙ্গে ডুয়েল লড়তাম। সিড এর সঙ্গে ভালেনসিয়া অধিগ্রহণ করতাম। কীভাবে ক্যালিপ্সো দ্বীপে বরাবরকার মতো থাকা যায় পছন্দ করতাম। গ্রীষ্মকালে ডুমুর গাছের ডালগুলি এপাশ-ওপাশ করত। যেন সমুদ্রে দ্রুতগামী জাহাজ বা জলদস্যুদের পোত। হাওয়ায় দুলতে থাকা সুউচ্চ মাস্তুল থেকে আবিষ্কার করতাম একের পর এক দ্বীপ এবং মহাদেশ—কাছাকাছি আসতে না আসতেই অদৃশ্য হয়ে যেত সেইসব স্থলভূমি। পৃথিবী ছিল সীমাহীন। তবুও যেন হাতের কাছেই। সময় ছিল এক নমনীয় বস্তু আর বর্তমান নিটোল।

কখন ঘোর কেটে গেল? এক ঝটকায় নয় ধীরে ধীরে। বন্ধুরা বিশ্বাসভঙ্গ করবে, ভালোবাসার মেয়েটির কাছে প্রতারিত হব। অথবা স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি একটি অত্যাচারীর মুখোশ। যাকে আমরা বলি "ব্যাপারটা দেখতে হবে।" এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং প্রতারণাপূর্ণ প্রক্রিয়া। কারণ আমরাই আমাদের ভুল এবং ঠকবাজির সহযোগী। যাই হোক, আমার নিশ্চিতভাবে মনে পড়ে একটি ঘটনার কথা, যদিও দ্রুত ভুলে যাব, যা ছিল প্রথম ইঙ্গিত। আমার বয়স তখন বছর ছয়েক হবে। আমার থেকে কিছু বড়ো আমার এক তুতো বোন আমাকে উত্তর আমেরিকার একটি সাময়িক পত্রিকা থেকে একটি ছবি দেখিয়েছিল। সৈন্যরা একটি বড়ো রাস্তা ধরে কুচকাওয়াজ করছে, সম্ভবত নিউ ইয়র্কে। "ওরা যুদ্ধ থেকে ফিরছে", সে আমায় বলল। এই সামান্য কয়েকটি শব্দ আমাকে এমন বিচলিত করল এ যেন পৃথিবী শেষের পূর্বাভাস অথবা যেন যিশুখ্রিস্টের

দ্বিতীয় আবির্ভাব। আমি সামান্য জানতাম দূরে কোথাও কয়েকবছর আগে একটি যুদ্ধ শেষ হয়েছিল এবং সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে তাদের বিজয়কে উদ্‌যাপন করত। আমি ভাবতাম সেই যুদ্ধ ঘটেছিল অন্যকোনো সময়ে, এখানে নয়, বর্তমান কালেও নয়। ছবিটি আমার ধারণাটিকে নস্যাৎ করে দিল। আমি মানসিকভাবে বর্তমানকাল থেকে ছিটকে গেলাম।

তারপর থেকে সময়কাল আরও আরও ভেঙে যেতে শুরু করল। আয়তন এক থেকে একাধিক হতে থাকল। অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটল একবার; বারবার। যে-কোনো খবর, নিরীহ বাক্যবন্ধ, সংবাদপত্রের শিরোনাম, সাম্প্রতিক জনপ্রিয় গান : প্রমাণ করে চলেছে বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্ব আর জানান দিচ্ছে আমার অবাস্তব চেতনায়। আমি বুঝতে পারতাম পৃথিবী বিভক্ত হচ্ছিল আর আমি আর বর্তমানকালে নেই। আমার বর্তমান বিভাজিত, প্রকৃত বর্তমান অন্য কোথাও। আমার সময়কাল, সেই বাগান, ডুমুর গাছ, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা। বেলা তিনটের সূর্যের নীচে গাছপালার মধ্যে আমার তন্দ্রা আচ্ছন্নতা, সামান্য ফেটে যাওয়া ডুমুর ফল—কালো আর লাল যেন এক অঙ্গার। অঙ্গার কিন্তু মিষ্টি আর টাটকা। এটা একটা কাল্পনিক সময়। আমার মন এই সময়ের সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও সেখানের সময় অন্যদের সময়। ছিল প্রকৃত বর্তমান কাল। যা মানা যাচ্ছিল না। আমি মেনে নিয়েছিলাম। আমি সাবালক হলাম। এইভাবে বর্তমান থেকে আমার নির্বাসন শুরু হল।

বর্তমান থেকে আমরা নির্বাসিত হয়েছি। এই উক্তি আপাতবিরোধী হলেও সত্য। না, এ এমন এক উপলব্ধি যা আমাদের সবারই হয়েছে কোনো-না-কোনো সময়। আমাদের কারও কারও প্রথমে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে দোষের ভাগী হয়ে। পরে তা রূপান্তরিত হয়েছে জ্ঞানে এবং কর্মে। বর্তমানের সন্ধান। পার্থিব স্বর্গের সন্ধান নয়, নয় যতিহীন অনন্তের। এ প্রকৃষ্ট বাস্তবের সন্ধান। আমাদের স্প্যানিশ আমেরিকানদের কাছে এই প্রকৃত বাস্তব ছিল না আমাদের দেশগুলোতে, এটা সেই সময় যেখানে বাস করত অন্যরা, ইংরেজ, ফরাসি, জামার্নরা। এটা নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, লন্ডনের সময়। এর সন্ধানে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল এবং আমাদের ভূমিতে নিয়ে আসতে হয়েছিল। এই বছরগুলিও ছিল আমার সাহিত্যের আবিষ্কারের পর্যায়কাল। আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম। আমি জানতাম না কে আমাকে দিয়ে এসব লেখাচ্ছে। আমার ভেতরের তাগিদ থেকে আমি চালিত হচ্ছিলাম যা ব্যাখ্যা করা কঠিন। কেবলমাত্র এখন আমি বুঝতে পারছি যে যাকে আমি আমার বর্তমান থেকে নির্বাসন বলছি, তা আমার কবিতা লেখা। এদের মধ্যে এক গোপন সম্পর্ক ছিল। কাব্য ভালোবাসল বর্তমান

মুহূর্তকে এবং একটি কবিতার মধ্যে পুনর্জন্ম পছন্দ করল। সময়ের ক্রমপর্যায় থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে স্থাপন করল স্থির বর্তমানে। কিন্তু সেই সময় কেন এই কাজ করছি, নিজেকে এই প্রশ্ন না করে লিখে চলতাম। বর্তমান সময়ে ঢোকার দরজা খুঁজতাম। আমার সময়ের, আমার শতাব্দীর অংশস্বরূপ হতে চাইতাম। কিছু সময় পরে এই আচ্ছন্নতা হয়ে উঠল সুনির্দিষ্ট ধারণা; আমি আধুনিক কবি হতে চাইলাম। শুরু হল আমার আধুনিকতার সন্ধান।

আধুনিকতা কি? প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি ভ্রমাত্মক শব্দ, নানারকম সমাজের মতো নানারকম আধুনিকতা আছে। প্রত্যেকের নিজস্ব প্রকার আছে। এর অর্থ অনিশ্চিত এবং একতরফা। আগের সময়কালের মতো, মধ্যযুগ। যদি মধ্যযুগের তুলনায় আমরা আধুনিক হই, আমরা কি তবে ভবিষ্যত আধুনিকতার মধ্যযুগ? একটি নাম সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এটা কি প্রকৃত নাম? এর অর্থ বোঝার জন্য আধুনিকতা একটি শব্দ। এটা কি একটি ধারণা, একটি বিভ্রান্তি অথবা একটি ঐতিহাসিক সময়কাল? আমরা কি আধুনিকতার সন্তান নাকি এটা আমাদের এক কল্পিত সৃষ্টি? নিশ্চিতভাবে এই জ্ঞান কারোরই জানা নেই। এতে কিছু এসে যায় না। আমরা এটাকে অনুসরণ করি। আমার মতে, সেই বছরগুলিতে, আধুনিকতা সমসাময়িকতার সঙ্গে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। আরও ভালোভাবে বললে বিভ্রান্তি তৈরি করা হত। বর্তমান কাল ছিল তার শেষ এবং চূড়ান্ত ফল। আমার ব্যাপারটা না ছিল দ্বিতীয়, না ছিল ব্যতিক্রমী। আমাদের সময়ের সব কবিই প্রতীকবাদী (সিম্বলিস্ট) সময় থেকে, সম্মোহিনী এবং অধরা-বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ ছিল এবং এরই পেছনে ছুটেছে। এর প্রথম নামটি বোদলেয়ার। তিনিই প্রথমজন, যে একে ছুঁতে পেরেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন ইনি সময় ছাড়া আর কিছুই নয় যা নিজের হাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। আধুনিকতার পিছু নিতে গিয়ে আমার অভিযান সম্পর্কে আমি কোনো উল্লেখ করব না। অভিযানগুলি আমাদের শতাব্দীর প্রায় সব কবিদেরই ছিল। আধুনিকতা ছিল এক সর্বজনীন আসক্তি। ১৮৫০ সাল থেকে ইনি ছিলেন আমাদের দেবী এবং আমাদের অপদেবতা। শেষের বছরগুলিতে এঁকে ঝেড়ে ফেলার কাজ শুরু হয়েছিল এবং "আধুনিক পরবর্তী" সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু "আধুনিকতা পরবর্তী" মানে আধুনিকতার পরে আরও আধুনিকতা কি?

আমাদের, ল্যাটিন আমেরিকানদের কাছে কাব্যে আধুনিকতা অনুসন্ধানের একটি ঐতিহাসিক সমান্তরাল আছে। আমাদের দেশগুলিকে আধুনিক করে তোলার নানান ধরনের চলমান প্রচেষ্টার মধ্যে, এ-এক প্রবণতা যার শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং যা ছড়িয়ে পড়ল স্পেনেও। যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল আধুনিকতার সঙ্গে এবং

১৮৩০ সালের মধ্যেই; তোকেভিলের মতে, ছিল ভবিষ্যতের গর্ভ : আমরা জন্ম নিলাম এমন এক সময়ে যখন স্পেন ও পর্তুগাল আধুনিকতা থেকে সরে যাচ্ছে। এই কারণেই প্রায়ই বলা হত আমাদের দেশগুলির ইউরোপীয়করণ। যা আধুনিক তা বিদেশের এবং আমাদের ওসব আমদানি করতে হত। মেক্সিকোর ইতিহাসে এই কাজটা শুরু হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছু আগে থেকে। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রূপ নিল মেক্সিকানদের মধ্যে এ বিষয়ে তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক এক তীব্র বিতর্ক। ঘটনাপ্রবাহ প্রশ্ন তুলে ধরল যতখানি না এই সংস্কার আন্দোলনের বৈধতা নিয়ে তার বেশি যে উপায়ে এই কাজ সুসম্পন্ন করার চেষ্টা চলেছিল : মেক্সিকান বিপ্লব। বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য সব বিপ্লবের সঙ্গে মেক্সিকোর বিপ্লবের পার্থক্য যতখানি না তাত্ত্বিক এবং কম-বেশি কাল্পনিক প্রকাশ তার বেশি বরং ঐতিহাসিক এবং মানসিক পীড়নের বাস্তব বিস্ফোরণ। এটা কোনো তাত্ত্বিক দলের কাজ ছিল না যারা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের বীজ বপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটা ছিল যা কিছু লুকোনো তাকে দিনের আলোর সামনে প্রকাশ করার জন্য জনসমষ্টির এক আলোড়ন। এই কারণেই ওটা বিপ্লব ছিল না, ছিল ততখানি কি আরও বেশি উন্মুক্তকরণ। মেক্সিকো বর্তমানের সন্ধান করছিল বাইরে, দেখতে চাইছিল নিজের মধ্যে, কিন্তু জীবন্ত, সমাধিস্থ নয়। আধুনিকতার সন্ধান আমাদের নিয়ে গিয়েছিল আমাদের প্রাচীন কালের, দেশের গুপ্ত মুখের আবিষ্কারে। আমি জানি না অপ্রত্যাশিত ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল কিনা। ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে একটি সেতু আছে। যদি বিচ্ছিন্ন থাকে ঐতিহ্য প্রস্তরীভূত হয়ে যায়, আর আধুনিকতা উবে যেতে থাকে। মিলিত থাকলে আধুনিকতা ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে আর ঐতিহ্য দেয় গুরুত্ব এবং গভীরতা।

কাব্যে আধুনিকতার খোঁজ ছিল একটি প্রকৃত "অনুসন্ধান"। অপ্রত্যাশিত প্রশংসা অর বিনয়সম্ভূত মননে ব্যবহৃত হত ওই শব্দটি দ্বাদশ শতাব্দীতে। আমি কোনো প্রীয়ালকে উদ্ধার করিনি, যদিও বেশ কয়েকটা পতিত জমির ওপর দিয়ে ভ্রমণ করেছি, আয়নার দুর্গগুলিতে উপস্থিত হয়েছি এবং প্রেত-সদৃশ উপজাতিদের মধ্যে আস্তানা গেড়েছি। কিন্তু আবিষ্কার করলাম আধুনিক প্রথা। কারণ আধুনিকতা একটি কাব্যের শিক্ষালয় নয়, একটি ধারা। নানা মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা একটি পরিবার, যা দুই শতাব্দী ধরে নানা উত্থান পতন এবং দুর্ভাগ্যের মধ্যে বেঁচে রয়েছে : জনগণের উদাসীনতা, একাকিত্ব, গোঁড়া ধর্মীয় বিচারসভা, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, যৌনতাসংক্রান্ত বিষয়াদি। এটা একটি চলমান প্রথা। কোনো অনুমতিপ্রাপ্ত মতবাদ নয়, এটা একই সঙ্গে থেকে যাবে আর পরিবর্তিত হবে। একে বৈচিত্র্যও দেওয়া হয়েছে, কাব্যের প্রত্যেকটি নতুন উদ্যোগ

স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকটি কবি এই বাঙ্ময় এবং বিস্ময়কর অরণ্যে তার নিজস্ব গাছটিকে রোপণ করেছে। যদি কাজগুলি রকমারি হয়, চলার পথও যদি আলাদা আলাদা হয় এইসব কবিদের কি ঐক্যবদ্ধ করবে? এটা একটা সৌন্দর্যবোধের বিষয় নয়, শুধু সন্ধান। আমার এই সন্ধান কল্পনাপ্রসূত কোনো ব্যাপার ছিল না। যদিও আধুনিকতার এই ধারণা মরীচিকাও হতে পারত, একগুচ্ছ প্রতিফলন। একদিন আবিষ্কার করলাম যে আমি কোথাও এগিয়ে যাচ্ছি না বরঞ্চ ফিরে চলেছি শুরুতে; আধুনিকতার সন্ধান ছিল গোড়ার দিকে অবনমন। শুরুর দিকে আধুনিকতা আমাকে চালিত করল আমার প্রাচীনত্বের দিকে। বিচ্ছিন্নতা হয়ে উঠেছিল আপসকামী। বুঝলাম কবি আসলে প্রজন্মের নদীতে একটি স্পন্দন মাত্র।

আধুনিকতার ধারণা আমাদের ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণার উপফসল। একমাত্র এবং পর্যায়ক্রমে রেখার মতো পুনরাবৃত্তিহীন। যদিও এদের উৎপত্তি ইহুদি-ক্রিশ্চান ধর্ম থেকে, ক্রিশ্চান ধর্মের মতাদর্শ থেকে আলাদা। খ্রিস্টধর্ম পোপ সংস্কৃতির সময়চক্রের তত্ত্বকে উচ্ছেদ করল : বলল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নেই। এর শুরু ছিল আর শেষ হবে। পর্যায়ক্রমিক সময় ইতিহাসের নিষিদ্ধ সময়। অধঃপতিত মানুষের কাজকর্মের রঙ্গভূমি কিন্তু এক পবিত্র সময়ের অধীন, যার শুরুও নেই শেষও নেই। শেষের সেদিনের পরে স্বর্গ, মর্ত্য কোথাও থাকবে না ভবিষ্যৎ। অনন্তের মাঝে কোনো উত্তরাধিকার নেই কারণ সবই আছে, হওয়ার উপর সত্তার জয়। নতুন সময়, আমাদের, ক্রিশ্চানদের মতো রেখাকৃত কিন্তু সীমাহীনতায় উন্মুক্ত, অনন্তের প্রতি অনুল্লেখিত। আমাদের সময় নিষিদ্ধ ইতিহাসের। সময় উলটোদিকে যায় না। এবং অবিরাম যতিহীন, চলতে চলতে শেষের দিকে নয় শুধু ভবিষ্যতের দিকে এগোয়। ইতিহাসের সূর্যের নাম ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যতের দিকে চলার নাম অগ্রগতি।

ক্রিশ্চানদের কাছে, পৃথিবী অথবা যাকে বলা হয় পার্থিব জীবন তা হল যাচাই করার জায়গা। আত্মা বিনষ্ট অথবা রক্ষিত হয় এই পৃথিবীতে। নতুন চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক বিষয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয় মানবসমাজ সম্পৃক্ত। কখনও সামগ্রিকভাবে কখনো-বা বাছাই করা একটি বিশেষ গোষ্ঠী যারা প্রতিনিধিত্ব করে। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি, সর্বহারা। শ্বেতকায় জাতি অথবা অন্যকোন ধরনের মানুষদের।

পেগান এবং ক্রিশ্চান দার্শনিক পরম্পরা উন্নীত করেছিল মানবসত্তাকে। উৎকর্ষে ফুলে ওঠা পূর্ণতা কখনও পরিবর্তিত হয়নি। আমরা অগ্রগতির এবং আদর্শ সমাজের চালিকাশক্তি পরিবর্তনের পূজারি। পরিবর্তন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার দুটি বিশেষ ফলদায়ক

উপায় আছে। একটি বিবর্তন আর একটি বিপ্লব। একটি মধ্যগতিতে চলমান আর একটি লম্ফপ্রদান। আধুনিকতা চলমান ইতিহাসের ছুঁচলো মুখ। বিবর্তন বা বিপ্লবের পুনর্জন্ম, প্রগতির দুটো মুখ। প্রকৃতপক্ষে এই প্রগতির জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যৌথ প্রক্রিয়ার, যার প্রয়োগ প্রকৃতির রাজ্যে এর অজস্র সম্পদের ব্যবহারে।

আধুনিক মানুষ চিহ্নিত হয় একটি ঐতিহাসিক সত্তা হিসাবে। অন্য সমাজগুলি নিজেদের বর্ণনা করতে পছন্দ করে কোনোরকম পরিবর্তন ব্যতিরেকে তাদের মূল্যবোধ এবং ধারণা অনুযায়ী। গ্রিকরা দেবী পোলিসকে (এথেন্স নগরীর রক্ষাকর্ত্রী) এবং তাদের সংঘকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এগিয়ে চলা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। সেনেকা (রোমান দার্শনিক) অনেক বেশি জাগরুক ছিল শাশ্বত প্রাপ্তিতে, নির্বিকার ব্যক্তিদের মতো। সন্ত অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন যে-কোনো সময় পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। সন্ত টমাস তৈরি করেছিলেন একটি মাপার ব্যবস্থা যা দিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী থেকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের মাপ করা যায় একের-পর-এক। এইসব ধারণা এবং বিশ্বাস বাতিল হয়ে যায় ধীরে ধীরে। আমার মনে হয় এই থেকে আসতে শুরু করে আমাদের এই প্রগতির ধারণা। এবং এর ফলে সঙ্গে আসতে থাকে সময়কাল, ইতিহাস এবং নিজেদের সম্পর্কে আমাদের দার্শনিক দৃষ্টি। আমরা ভবিষ্যতে উষার আভা পেতে থাকি। অপস্রিয়মান আধুনিকতার ধারণা আর "উত্তর আধুনিকতার" মতো একটি অস্পষ্ট মতের প্রচলন, এই দুটি এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যা প্রভাবিত করেছিল শুধুমাত্র সাহিত্য এবং শিল্পকলা নয়। আমরা অতিবাহিত করছি দুই শতাব্দী ধরে ধারণা আর বিশ্বাসের এমন একটি সংকটকাল যা মানব জীবনকে দিশা দেখায়। এই বিষয়ে অন্যখানে আমি বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে আমি কেবলমাত্র একটি সারাংশ উপস্থিত করতে পারি।

প্রথমত অনন্তের দিকে উন্মুক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ সম্পর্কের ধারণা এবং চলমান অগ্রগতি যে সমার্থক, এটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। এটা যা সবাই জানে, আমার উল্লেখ না করলেও চলে। প্রাকৃতিক সম্পদাদি অফুরান নয়। একদিন তার যোগান বন্ধ হয়ে যাবে। উপরন্তু...

উপরন্তু আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশের যে ক্ষতি করে চলেছি সম্ভবত তা অপূরণীয়। আমাদের নিজেদের অস্তিত্বও বিপন্ন। অন্যদিকে অগ্রগতির সহায়কশক্তি—বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি—বিপজ্জনক স্বচ্ছতাতে প্রমাণ করা যায় যে, অতিসত্বর এরা হয়ে উঠতে পারে ধ্বংসের প্রতিনিধি। শেষ কথায়, আণবিক অস্ত্রের উপস্থিতি ইতিহাসের সহজাত অগ্রগতির

ধারণাকে এক লহমায় বাতিল করতে সক্ষম। এই প্রত্যাখানকে বিধ্বংসী ছাড়া আমি অন্য কিছু বলতে পারব না।

দ্বিতীয়ত বিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক বিষয়ের ভাগ্য, বলতে গেলে, মানব-সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধতায়। দেশগুলি এবং ব্যক্তিমানুষ ততখানি কষ্টের সম্মুখীন হয়নি যতখানি দুটি বিশ্বযুদ্ধতে, পাঁচটি মহাদেশের শাসকের নিষ্ঠুর অত্যাচারে, আণবিক বোমায়, এবং সব শেষে, ক্রমবর্ধমান নৃশংসতম এবং প্রাণনাশক প্রতিষ্ঠানের একটি : কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে (বন্দি শিবির)। আধুনিক প্রযুক্তি অজস্র উপকার সমৃদ্ধ। কিন্তু চোখ খোলা না রেখে উপায় থাকে না। যখন চোখের সামনে ঘটতে থাকে হত্যা, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অবনমন। এবং অন্যান্য আঘাতের পর আঘাত লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের ওপর বর্ষিত হয় এই শতাব্দীতে।

তৃতীয়ত, অগ্রগতির প্রয়োজনের প্রতি বিশ্বাস। আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপ—শবদেহ, শ্মশানে পরিণত যুদ্ধক্ষেত্র, বিধ্বস্ত শহর—ঐতিহাসিক স্তরগুলির অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যকে অকেজো ঘোষণা করত না। ফাঁসিকাঠে ঝোলানো আর নিষ্ঠুর অত্যাচার, যুদ্ধ আর বর্বর গৃহযুদ্ধ ছিল প্রগতির জন্য মূল্যধারণ, রক্ত দিয়ে মুক্তিপণ যা ইতিহাসের ভগবানদের জন্য নিবেদন করতে হত। ভগবান কে? হ্যাঁ, তাই। কারণটা হল—অর্ঘ নিবেদন এবং নিষ্ঠুর চালাকির এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড। হেগেল তাই বলেন। ইতিহাসের সম্যক যুক্তিবাদ অন্তর্হিত হল। শৃঙ্খলার রাজ্যই, নিয়মানুবর্তিতা এবং সুসংহতি—মূল বিজ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যায়—ফিরে এল দুর্ঘটনা এবং আকস্মিক বিপর্যয়ের পুরোনো ভাবনা। মনে অশান্তি সৃষ্টিকারী পুনর্জন্ম আমাকে মনে করিয়ে দেয় হাজার বছর পূর্তির আতঙ্ক। এবং আজতেক সভ্যতার লোকেদের প্রতি হাজার বর্ষপূর্তির দুশ্চিন্তা।

এবং এই দ্রুত গণনা শেষ করার জন্য প্রয়োজন এইসব ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক অনুমানের অবসান। যা মনে করে ঐতিহাসিক উন্নতির সব আইন এর জানা। এই মতের বিশ্বাসীরা নিশ্চিত জানে যে তারাই ইতিহাসের এবং মৃতদেহের ওপর গড়ে ওঠা শক্তিশালী রাষ্ট্রের চাবিকাঠির মালিক। এই উদ্ধত নির্মাণতত্ত্ব অনুযায়ী মানব মুক্তির পূর্বনির্দিষ্ট কর্ণধার, অতিদ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায় বিশালকায় কারাগারে। আজ আমরা ওদের পতন দেখেছি। বিতাড়িত কিন্তু তাত্ত্বিক শত্রুদের দ্বারা নয়, শ্রান্ত ক্লান্ত এবং মুক্তির স্বাদ পেতে চাওয়া এক নতুন প্রজন্মের বিদ্রোহে। তবে কি অবাস্তবতার অবসান? না বরং ফেনোমেনন হিসাবে ইতিহাসের ধারণার শেষ যার ফলশ্রুতি উদ্ভট কল্পনা।

ইতিহাস ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে না। কারণ এর ধারক-বাহক অর্থাৎ মানবসমাজ মূর্ত হয় অনির্ণেয়বাদে।

এই সংক্ষিপ্ত পুনর্বিবেচনা দেখায় যে আমরা খুব সম্ভবত ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের শেষে এবং আর একটির শুরুতে এসে পৌঁছেছি। আধুনিক যুগের অবসান না শুধুমাত্র পরিবর্তন? এটা জানা কঠিন। যা হোক, তথাকথিত কাল্পনিক পরিকল্পনার পতন রেখে গেছে এক চমৎকার শূন্যতা। যে সমস্ত দেশে এসব ধ্যানধারণা আদৌ সফল হয়নি, শুধু সেখানে নয়। যেখানে অনেক উৎসাহ এবং আশার সঙ্গে এসব আঁকড়ে ধরেছিল সেখানেও। ইতিহাসে প্রথমবার মানবসমাজ বাস করল এক ধরনের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যশূন্য বিচার-বিবেচনাহীনতায়। এবং আগের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন, একই সঙ্গে এক ধর্মীয় আর এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ছত্রছায়ায়, যা আমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার নামে পীড়ন করত। সমাজগুলি ইতিহাস নির্ভর হলেও সবগুলি চলছিল আধি-ইতিহাসের বিশ্বাস এবং ধারণার উৎসাহে আর নির্দেশ অনুযায়ী। আমাদের প্রথম যুগ ছিল যা তৈরি হয়েছিল এককভাবে আধি-ঐতিহাসিক মতাদর্শ ছাড়া চলতে। আমাদের বিশুদ্ধতা ধর্মীয় বা দর্শনসম্বন্ধীয়, নৈতিক বা নান্দনিক ছিল না। ছিল যৌথ এবং নিজস্ব। অভিজ্ঞতাটি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এটা বোঝা অসম্ভব ছিল যে সামাজিক কাঠামো ভেঙে এইসব উত্তেজনা আর বিরোধ, যার জন্ম হয়েছিল পরম্পরা অনুযায়ী, মানুষের জীবনের ধ্যানধারণা, চর্চা আর বিশ্বাস থেকে, তার অবসান ঘটানো যাবে কিনা। তাহলে মানুষকে আবার নতুন করে দখল করে নিত প্রাচীন ধর্মীয় উন্মাদনা আর অন্ধ জাতীয়তাবাদ। এমনকি ভয়ানকই হত যদি মতাদর্শের বিমূর্ত প্রতিমার পতন আদিবাসী, সম্প্রদায়ের গির্জার কবরে শায়িত পছন্দের প্রাবল্যে পুনর্জন্ম ঘোষণা করত। দুর্ভাগ্যবশত লক্ষণগুলি সুবিধের নয়।

মতাদর্শগুলি যা আমি 'আধি-ঐতিহাসিক' শব্দে চিহ্নিত করি, বলতে গেলে, এরা ইতিহাসকে দিয়েছে একটি লক্ষ্য এবং নির্দেশ। কিন্তু এদের অবনমন যেন বিশ্বের নানাকিছু সমাধানের পথকে পরিত্যাগের মৌন সম্মতি দিয়েছে। আমরা শান্তমনে বেশি বেশি করে এগোতে থাকলাম সীমিত প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যাগুলির সঠিক সমাধানের জন্য। ভবিষ্যতের জন্য আইন প্রণয়ন না করাটা বিচক্ষণতার লক্ষণ ছিল। তবুও বর্তমান অবস্থায় তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানটাই যথেষ্ট ছিল না। সময়টা আমাদের কাছে চাইছিল সারা বিশ্বের প্রতিফলন। তখন থেকেই আমার বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভবিষ্যতের উষার আলো ঘোষণা করছে বর্তমানের আগমন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাজার অর্থনীতির বিজয়ের জন্য দায়ী বিরোধীদের ত্রুটি

বিচ্যুতি। এতে আনন্দিত হবার বিশেষ কোনো কারণ নেই। বাজার একটি কার্যকরী ব্যবস্থা, অন্যান্য ব্যবস্থার মতো কিন্তু একেবারে বিবেকবিহীন এবং সহানুভূতিহীন। সমাজের সঙ্গে একে একীভূত করার উপায়টি বার করতে হবে যাতে সামাজিক চুক্তির বহিঃপ্রকাশ হয় এবং ন্যায়বিচার আর সমব্যবহার প্রতিষ্ঠা পায়। উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজগুলি পৌঁছে গেছে ঈর্ষণীয় সাফল্যের জগতে। একই সঙ্গে এরা যেন দারিদ্রের মহাসাগরে প্রাচুর্যের দ্বীপ। বাজারের বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশ নষ্ট হওয়ার এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই ছোঁয়াচ শুধুমাত্র বাতাস, নদী আর বনাঞ্চল দূষিত করে তা নয়। আমাদের আত্মাও রেহাই পায় না। যে সমাজ আরও ভোগ করার জন্য আরও উৎপাদন করার তীব্র বাসনায় ভোগে তার ধ্যানধারণা, মানবিক বোধ, শিল্পকলা, প্রেম, বন্ধুত্ব এবং সেইসব মানুষজনকেও ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করে। সবকিছুই চিহ্নিত হয় কেনার, ব্যবহার এবং তারপর আবর্জনা হিসাবে ছুঁড়ে ফেলার জন্য। অন্য কোনো সমাজ আমাদেরটার মতো এত বর্জিত দ্রব্যাদি উৎপাদন করেনি। বর্জিত পদার্থ এবং নীতিবোধ।

সমসাময়িকের ওপর প্রতিফলনের অর্থ ভবিষ্যতকে অস্বীকার করা বা অতীতকে ভুলে যাওয়া নয়। বর্তমান এই তিন সময়কালের সাক্ষাৎ স্থল। সহজ ভোগবাদের সঙ্গে এটাকে যেন গুলিয়ে ফেলা না হয়। আনন্দবৃক্ষ বেড়ে ওঠে ভবিষ্যতে নয়, অতীতেও নয় শুধুমাত্র বর্তমানে। তবুও মৃত্যু বর্তমানের ফসল। আমরা একে অস্বীকার করতে পারি না। এটা জীবনের অঙ্গ। ভালোভাবে বাঁচা যায় ভালোভাবে মরতে। মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া আমাদের শিখতে হবে। কখনও আলোকময় আবার কখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান একটি ক্ষেত্র যেখানে কর্ম আর চিন্তার দুটি অর্ধেক এক হয়ে যায়। এইভাবে, আমাদের আছে অতীত আর ভবিষ্যতের দর্শন, অনন্ত আর শূন্যের। আগামীকাল আমরা পাব বর্তমানের দর্শন। কাব্যিক অভিজ্ঞতা এর ভিত্তি হতে পারে। আমরা বর্তমানের জানি কি? কিছু না অথবা প্রায় কিছু না। কিন্তু কবিরা কিছু জানেন। বর্তমানকাল বর্তমানের উৎস। অনেকবার আধুনিকতার খোঁজে আমার এই তীর্থযাত্রায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। আবার খুঁজেও পেয়েছি। ফিরে এলাম নিজের উৎসে আর আবিষ্কার করলাম আধুনিকতা আছে বাইরে কোথাও নয়, আমাদের নিজেদের মধ্যে। এই আধুনিকতা আজকের আবার প্রাচীনতম, আগামীকালের এবং পৃথিবীর শুরু থেকেও। এর বয়স হাজার বছর আবার সদ্যোজাতও। এ নাহুতাল ভাষায় কথা বলে, প্রথম শতাব্দীর চৈনিক বর্ণমালায় অঙ্কনপটু। আর টেলিভিশনের পর্দায়ও উপস্থিত হয়। গোটা বর্তমান কালটা সদ্য কবর থেকে উঠে এসে শতাব্দীর ধুলো ঝাড়ল, হাসল এবং দ্রুত উড়ান শুরু

করে জানালা দিয়ে মিলিয়ে গেল। যুগপৎ বিভিন্ন সময় আর বর্তমানতা। আধুনিকতা বর্তমান, অতীতকে ভেঙে ফেলে হাজার বছরের প্রাচীন অতীতকে রক্ষা করতে। নবপ্রস্তরযুগের এক ভ্রূণকে রূপান্তরিত করে আমাদের সমকালে নিয়ে আসতে। আমরা আধুনিকতার পিছু ধাওয়া করছি তার অনবরত রূপান্তরের মধ্যে। কিন্তু তাকে কখনো ফাঁদে ফেলতে পারছি না। সে প্রত্যেকবারই সরে পড়ছে। প্রত্যেকটি চেষ্টাই শেষ হচ্ছে তার পলায়নে। আমরা তাকে জাপটে ধরতে চাইছি। আর সে যেন্‌ সামান্য পরিমাণ বাতাস। সে যেন তাৎক্ষণিক, ওই পাখিটা সর্বত্র আছে আবার কোথাও নেই। আমরা ওকে জ্যান্ত ধরতে চাইছি আর ও ডানা ঝটপট করে এক মুঠো শব্দের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা ফাঁকা হাতে দাঁড়িয়ে আছি। এরপর বোধের দরজা সামান্য ফাঁক হচ্ছে আর অন্য সময়কাল এসে উপস্থিত হচ্ছে। প্রকৃতটি যা আমরা খুঁজছিলাম ওকে না জেনে। বর্তমান, বর্তমানতা।

মেক্সিকোর কবি ওক্তাভিও পাজের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি
উপলক্ষ্যে তাঁর ভাষণ। তাং-৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯০। ভাষণটির
প্রথম প্রকাশ ''ভুয়েল্‌তা'' পত্রিকায়। জানুয়ারি ১৯৯১ সংখ্যায়।

---

মূল স্প্যানিশ থেকে বাংলায় দেবব্রত ভট্টাচার্যের অনুবাদ।